সংবাদ

তারিখ ... 19 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

প্রশ্ন ফাঁস যুগ যুগ ধরে হচ্ছে, এ দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার নয়

—— মন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করার পরদিন শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস যুগ যুগ ধরে হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বেকায়দায় ফেলতে প্রশ্ন ফাঁস করে তা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর দায়ভার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার নয়, সামাজিক অবক্ষয়ও এর প্রধান কারণ।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সকালে রাজধানীর ডেমরার মাতুয়াইলে আনন্দ প্রিন্টিং প্রেস এবং ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার সর্বশেষ পরিস্থিতি সরেজমিন পরিদর্শনে ওই দুটি ছাপাখানা পরিদর্শন করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আনন্দ ও ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেসে কার্যাদেশ পাওয়া প্রায় সব বই ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ হয়ে গেছে।

কিন্তু মাধ্যমিকের 'সুখপাঠ্যকরণ' এর ১২টি বইয়ের মোট এক কোটি ৯৮ লাখ কপি ছাপার কাজ এখনও শেষ প্রশ্ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

প্রশ্ন : ফাঁস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করতে পারেনি কার্যাদেশ পাওয়া ছাপাখানার মালিকরা। এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা মন্ত্রীকে যেসব ছাপাখানা শতভাগ কাজ আগেই সম্পন্ন করেছে এমন প্রেস পরিদর্শনে নিয়ে যান। এ নিয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, বিতর্কিত ছাপাখানার মালিকদের রক্ষায় ওইসব প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রীকে পরিদর্শনে নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন ফাঁস যুগ যুগ ধরে হচ্ছে- অভিযোগ করে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আগে এতো বেশি প্রচারণা হতো না, এখন গণমাধ্যম বেড়ে যাওয়ায় তা সর্বস্তরে প্রচার হয়ে যাচ্ছে। এখন এর (প্রশ্নপত্র ফাঁসের) মূলহোতা আমাদের শিক্ষকরা। সরকারকে বিপদে ফেলতে পাবলিক পরীক্ষার দিন সকালে শিক্ষকরা প্রশ্ন পেয়েই ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা ফাঁস করে দিচ্ছেন।'

প্রশ্ন ফাঁস রোধে মন্ত্রণালয়ের কিছুটা তৎপরতা তুলে ধরে নুরুল ইসলাম নাহিদ দাবি করেন, 'আমরা নানা প্রচেষ্টায় প্রশ্ন ফাঁস কমিয়ে এনেছি। আগে প্রশ্ন ছাপাখানা বিজি প্রেস ছিল প্রশ্ন ফাঁসের আখড়া। আমরা নানাভাবে সেখানে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করেছি। এ কারণে আগের চেয়ে এখন প্রশ্ন ফাঁস কমে গেছে।'

বর্তমানে শিক্ষার চালক শিক্ষকরা প্রশ্ন ফাঁস করছেন- মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষার দিন সকালে তাদের হাতে প্রশ্ন গেলেই তারা বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন ফাঁস করছেন। এরপর তা বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।'

শিক্ষকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এমন কয়েকজন শিক্ষককে আটক করে আইনের আওতায়ও আনা হয়েছে। যারাই এমন অনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা হবে।'

বিনামূল্যের সব বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে : দুটি ছাপাখানা পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ইতোমধ্যে সারা দেশে ৯৭ শতাংশ বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে গেছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে বাকি বই পৌঁছে যাবে। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি বই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ফলে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাও স্কুলে আসছে।'

গত বছরের চেয়ে এবার ১০ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৬ জন শিক্ষার্থী বেড়েছে- জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এবার বই বেশি ছাপা হয়েছে ৭১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৯টি। তবে প্রাক-প্রাথমিকের বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয় বিধায় এবার প্রাক-প্রাথমিকের বই গত বছরের চেয়ে কিছু কম বিতরণ করা হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, 'এবারের বইগুলো ভালো মানের কাগজে ছাপা হয়েছে। বইগুলো আকর্ষণীয় ও রঙিন। নবম-দশম শ্রেণীর ১২টি সুখপাঠ্য বই দামি কাগজে রঙিন ছবিসহ ছাপা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম আগামী ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, '১ জানুয়ারি ঢাকার আজিমপর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গনে উৎসরের মাধ্যমে বই বিতরণ করা হবে। একই দিন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হবে।' পরিদর্শনকালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ ও জয়নুল বারী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা ও সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।